অধ্যায়-৩: বাণিজ্যিক ব্যাংক

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ সাজীন ও তাজিন সদ্য এমবিএ পাস করেছেন। দু'জনেরই লক্ষ্য ভালো কোনো ব্যাংকে চাকরি করা। সেই লক্ষ্যে সাজীন খুলনার একটি ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে যোগদান করেন, যেটি শুধু দেশের শিল্পোন্নয়নে কাজ করে। অপরদিকে, তাজিনও একটি নামকরা ব্যাংকে যোগদান করেন। ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় অফিস দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যাংকটির মূল কাজ আমানত সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ দান ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নানারকম সহায়তা করা। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সাজীনের ব্যাংকটি কোন ধরনের ঋণ প্রদান করে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তাজিনের ব্যাংকটি সাজিনের ব্যাংক অপেক্ষা কেন আলাদা প্রকৃতির? বিশে-ষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংক সংক্রান্ড় যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক মূলত অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এই সব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়। উপরিউক্ত দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সাজীন যে ব্যাংকে কর্মরত আছেন তা একটি শিল্প ব্যাংক, যা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের মূল কাজ হলো শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করা।

উদ্দীপকে সাজীন এমবিএ পাস করে একটি ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিটিউটিভ পদে যোগদান করেন। তবে তার ব্যাংকটি শুধু দেশের শিল্প উন্নয়নে কাজ করে। অর্থাৎ সাজীনের ব্যাংকটি বিশেষায়িত ব্যাংকের আওতাভুক্ত শিল্প ব্যাংক। এই ধরনের ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় মূলধন হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও শিল্প খাতের উন্নয়নে ধারাবাহিক গতিশীলতা ধরে রাখতে ব্যাংকটি স্বল্পমেয়াদেও ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকের কার্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায় তাজিন যে ব্যাংকে কর্মরত তা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এই ব্যাংকটি সাজীনের ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ভিন্ন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ হলো জনগনের কাছ থেকে অর্থ বিভিন্ন হিসাব (চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী)-এর মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানে এই ব্যাংক ঋণদানসহ বৈদেশিক বাণিজ্যেও সহায়ক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে সাজীন একটি শিল্প ব্যাংকে কর্মরত। উক্ত ব্যাংকের কাজ হলো কেবল শিল্প খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সাজীনের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি শিল্প ব্যাংক। অন্যদিকে, তাজিনের ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় অফিসের দ্বারা পরিচালিত হয়। উক্ত ব্যাংকটির প্রধান কাজ হলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান করা। অর্থাৎ ব্যাংকটির কার্যাবলির বৈশিষ্ট্যসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকের সাজীন ও তাজিনের ব্যাংক দুটি কেবল কার্যাবলির ভিন্নতার জন্য পৃথক। এক্ষেত্রে সাজীনের ব্যাংকটি দেশের শিল্প খাতকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাজিনের ব্যাংক জনসাধারণের আর্থিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত উন্নয়কে নিশ্চিত করে। উপরিউক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, ব্যাংক দুটির মধ্যকার কাজের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ মধুমতি ব্যাংক ঢাকার আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আগারগাঁও এর পাশেই 'রূপায়ণ গার্ডেন সিটি' নামে একটি নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। সেখানে নতুন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল এবং শপিং মলও গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর সুবিধার কথা বিবেচনা করে মধুমতি ব্যাংক 'রূপায়ণ গার্ডেন সিটি'র পাশেই একটি শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেয়। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মধুমতি ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় ।

খ ঋণগ্রহীতাকে দেয়া অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে, তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করেনা। ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ ব্যাংকের কাছে ঋণ আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে ব্যাংকগুলো আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্ড়র করবে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, বাকি অর্থ অন্য কোন গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করা যায়। যদি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রাখতে হয়, তবে বাকি {১০,০০০ – (১০,০০০ × ২০%)} = ৮,০০০ টাকা নতুন ঋণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত মধুমতি ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংক বলতে এমন ব্যাংককে বোঝায় যা অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখে। এসব ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংক ঢাকার আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে আগারগাঁও এর পাশে নতুন আবাসিক এলাকা "রূপায়ণ গার্ডেন সিটি" গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর কথা বিবেচনা করে মধুমতি ব্যাংক রূপায়ন গার্ডেন সিটির পাশে নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেয়। মূলত শাখা ব্যাংকই একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। মধুমতি ব্যাংক একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং একাধিক শাখার মাধ্যমে

বাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে মধুমতি ব্যাংক হলো একটি শাখা ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক। শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা অফিস ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ ব্যাংকিং পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংক আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি নতুন আবাসিক এলাকা 'রূপায়ন গার্ডেন সিটি'র পাশেও ব্যাংকটি শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

মধুমতি ব্যাংক নতুন শাখা সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করতে পারবে। কারন, নতুন আবাসিক এলাকার অনেকেই ব্যাংকে হিসাব খুলে আমানত রাখবে এবং ঋণ নিবে। এতে ব্যাংকের আর্থিক মূলধন গঠিত হবে। আবার, অন্যদিকে জনগণও ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকও ঋণের বিপরীতে সুদ পাবে, যা ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি করবে। তাই বলা যায় যে, মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি সঠিক এবং যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যাংকের উন্নয়নের জন্য সদা তৎপর। ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে কেউ যদি তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, এ ভয়ে তিনি ঋণ প্রদানে গড়িমসি করেন। ফলে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হন। এতে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলে যায়। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক হার নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. তালুকদারের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার কারণ কী? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক যেমন কৃষি,শিলপ প্রভৃতি নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

খ ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে মুদ্রা সংকোচনের প্রয়োজনে ব্যাংক হার হ্রাস করে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে এ হার হ্রাস পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এভাবেই এ নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকে মি. তালুকদারের ধারণা ব্যাংকের টাকা ঋণ হিসেবে প্রদানে তা ব্যাংকের জন্য সমস্যাগ্রস্ত ঋণের সৃষ্টি করবে। আর এ ধরনের ধারণার সাথে আমি একমত নই।

ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়।

উদ্দীপকে মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যাংকের উন্নয়নে সদা তৎপর। তাই প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত প্রাপ্তিতে ঝুঁকি থাকায় তিনি ঋণ প্রদানে গড়িমসি করেন। অর্থাৎ তিনি আমানতকৃত অর্থ ঋণদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহী। যার ফলে ব্যাংকের সম্ভাব্য মুনাফা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মি. তালুকদার উপযুক্ত খাতে ঋণ প্রদানে যথাযথ ঋণ বিশে-ষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য

সমস্যাগ্রস্ত ঋণ : যে সকল ঋণের অর্থ বা তার সুদ সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয় না তাদেরকে সমস্যাগ্রস্ত ঋণ বলা হয়। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এ সমস্ত ঋণ ব্যাংকের ভাষায় সমস্যাগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ হিসেবে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে উলে-খ্য পরিস্থিতিতে ঋণ প্রদান না করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, যা ব্যাংকের সার্বিক অবস্থাকে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে থাকে। যার মাধ্যমে ব্যাংক সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়।

উদ্দীপকে মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংকের, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে তিনি সদা তৎপর। ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে যদি ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ না করেন এ ভয়ে তিনি ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহী। যার ফলে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এ বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে ব্যাংক মুনাফার সৃষ্টি করে। ব্যাংকের এ ঋণদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে মুনাফাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যা রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶৪ সুরমা ব্যাংক দেশের একটি স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশে-বিদেশে এই ব্যাংকের অনেক শাখা রয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এর সুসম্পর্ক রয়েছে। গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্কের জন্য এর গ্রাহকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অন্য ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। সুরমা ব্যাংকের এই উন্নতির পিছনে তার ব্যাংকের মূলনীতিগুলো বেশ গুরুত্ব বহন করে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমনি বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুরমা ব্যাংকের উন্নতির পিছনে যে নীতিমালা কাজ করছে তা আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

অর্থ বাজারে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহণ, চেক, বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে যে কেউ স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ সকল কাজ সম্পাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

গ ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে পাওনাদার, দেনাদার, প্রতিনিধি, অছি ও তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি সম্পর্ক বিদ্যমান।

মক্কেল বলতে ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়। ব্যাংক ব্যবসায়ে সফলতার জন্য ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এর গ্রাহক সংখ্যা বেড়েই চলছে। এখানে সুরমা ব্যাংক মক্কেলের সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যে মক্কেলের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার ব্যাংকটি

মক্কেলের অছি হিসেবেও মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র সংরক্ষণ করে। সাধারণভাবে প্রায় সকল মক্কেলের সাথেই ব্যাংকটির পাওনাদার-দেনাদার সম্পর্ক রয়েছে। আমানতকারীদের সাথেও এ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ আমানতকারী পাওনাদার এবং সুরমা ব্যাংক দেনাদার। আবার ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যাংকের দেনাদার পাওনাদার সম্পর্ক রয়েছে। সুরমা ব্যাংকের সাথে মক্কেলের বিদ্যমান সম্পর্কের মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্কগুলোই উলে-খযোগ্য।

ঘ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকের উন্নতির পিছনে তারল্যের নীতি, সেবার নীতি, সঞ্চয় সংগ্রহের নীতি, আধুনিকায়নের নীতি, সুনামের নীতি ইত্যাদি মূলনীতিগুলো উলে-খযোগ্য।

মূলনীতি বলতে কোন কাজ করার মৌল বা সাধারণ নির্দেশিকাকে বোঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্যই অনেকগুলো মূলনীতি মেনে চলে।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক একটি স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এই ব্যাংকের যথেষ্ট সুসম্পর্ক রয়েছে। আবার গ্রাহকের সাথেও ব্যাংকটির সর্বোত্তম সম্পর্ক বিদ্যমান। সুরমা ব্যাংকের গ্রাহকের সংখ্যা অন্যান্য ব্যাংক থেকে অনেক বেশি। মূলত ব্যাংকের মূলনীতিসমূহ মেনে চলার কারণেই সুরমা ব্যাংক এতটা সফল।

সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবার মাধ্যমে ব্যাংকটি সেবার নীতি অনুসরণ করেছে। তারল্যের নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার কারণেও বাজারে এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আর এ কারণেই অন্যান্য ব্যাংকের গ্রাহকরাও এই ব্যাংকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকটি দেশে-বিদেশে অনেক শাখা খুলেছে মূলত সঞ্চয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই। অর্থাৎ এখানে ব্যাংকটি সঞ্চয় সংগ্রহের মূলনীতি অনুসরণ করেছে। এ সকল মূলনীতি অনুসরণের কারণেই সুরমা ব্যাংকটি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের পাশাপাশি একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকটি আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করে থাকে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকের 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' কার্যাবলির ধরন বিবেচনায় কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' কর্তৃক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করার নীতিটি কি গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা কর্তৃক অন্য শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক ড্রাফট : একস্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে কম খরচে যেকোনো অঙ্কের অর্থ স্থানান্ড়রের জন্য ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বা ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রকে চেক হিসেবে গণ্য করা যায় না। এতে চাহিবামাত্র নির্দেশ থাকে বলে তাকে চাহিবামাত্র দেয় আজ্ঞাপত্রও বলা হয়।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্ড়র করে উক্ত আমানত থেকে যে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে। ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্ড়র করে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, মনে করি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রেখে বাকি {১০,০০০ − (১০,০০০ × ২০%)} = ৮,০০০ টাকা অন্য কোন গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এভাবেই ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে কার্যাবলির ধরণ বিবেচনায় কর্ণফুলী ব্যাংক লি. হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যাংকেই বোঝায়। এ ধরনের ব্যাংকসমূহ স্বল্পসুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে। আবার, অধিক সুদে এ অর্থ অন্যদের ঋণ দেয়।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ ধরনের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি সুনাম অর্জন করছে। এখানে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তাই এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। কেননা, বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান করে থাকে। আবার, এ ব্যাংকটির প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল কার্যক্রমও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির অন্ড়র্ভুক্ত। ব্যাংকটির এ সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা যায়, কর্ণফুলী ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক কর্তৃক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করার নীতিটি অর্থাৎ তারল্যের নীতিটি গ্রাহকের আস্থা অর্জনে সক্ষম।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম একটি নীতি হলো তারল্যের নীতি। এ নীতির দ্বারা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের সামর্থ্যকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করে থাকে।

কর্ণফুলী ব্যাংক লি. এভাবে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করার মাধ্যমে তারল্যের নীতিটি অনুসরণ করছে। এর ফলে ব্যাংক চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এতে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আবার, এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষিত হয়, যা ব্যাংকের বিনিয়োগ ও ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস করে না। অর্থাৎ এ নীতি অনুসরণের ফলে ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণও কমবে না। এভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা ও চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের অধিক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। সুতরাং, এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা অর্জনে ব্যাংকটি অবশ্যই সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'গোমতি ব্যাংক লি.' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি বিভিন্ন কারণে গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারছিল না। ব্যাংকটি আধুনিক ব্যাংকিং কৌশলও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছিল না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যাংকটি ৫০ ভাগ শেয়ার 'ইছামতি ব্যাংক লি.' কে হস্ড়ান্ড়রের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে যাতে ব্যাংকটি আধুনিক ব্যাংকে রূপান্ড়রিত হতে পারে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংকের পূর্বসূরী কারা? ১

খ. ব্যাসেল-২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়? ২

গ. গ্রাহকদের যথাসময়ে অর্থ দিতে না পারায় 'গোমতি ব্যাংক লি.' এর ব্যাংকের কোন নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে? ৩

ঘ. 'ইছামতি ব্যাংক লি.' কে শেয়ার হস্তান্তর 'গোমতি ব্যাংক লি.' এর জন্য কতটুকু যৌক্তিক– মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণিকে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

খ ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, তদারকী পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা বজায়ে ব্যাসেল-২ প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির পরিমাপ ও মূলধন বিভাজনের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিধি-বিধান তৈরি ও তা উপস্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিকে আন্তর্জাতিক স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. গ্রাহকদের আমানতকৃত অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে না পরায় ব্যাংকটি তারল্য নীতির লঙ্ঘন করেছে।

চাহিবামাত্র নগদে গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ ক্ষমতাই হলো তারল্য। আর গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভাষায় তারল্য নীতি।

উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি বিভিন্ন কারণে গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারছিল না। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যাংক তার আমানত কর্মীদের চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য এবং না করতে পারলে ব্যাংকের সুনাম কমে যায়। গোমতি ব্যাংক লি. এই কাজটিই করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের অভাবে এরূপ ঘটেছে যা সার্বিকভাবেই ব্যাংকটির তারল্য নীতির লঙ্ঘনকে স্পষ্ট করেছে।

ঘ উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. এর পঞ্চাশ ভাগ যা ইছামতি ব্যাংক লি. কে হস্তান্তর অযৌক্তিক।

শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকটি গ্রুপ ব্যাংকিং এর আওতাভুক্ত হবে। গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যাংক একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে একত্রিত হয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে অধীনস্ত ব্যাংকগুলো শক্তিশালী ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে।

উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি তারল্যের অভাবে গ্রাহকদের চাহিদামাফিক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিল। যার ফলে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। তাই প্রতিযোগিতায় টিকতে গোমতি ব্যাংক লি. তার পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার ইছামতি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উক্ত পরিস্থিতিতে গোমতি ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গোমতি ব্যাংকটি ইছামতি ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য হবে। যার ফলে গোমতি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইছামতি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হবে। অর্থাৎ গোমতি ব্যাংকটি নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব হারাবে। সুতরাং শেয়ার হস্তান্তর করা গোমতি ব্যাংকের উচিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব রহমান 'কনকা লি'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য 'শাপলা ব্যাংক লি.'-এর কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে এবং 'কনকা লি'-কে ঋণের অর্থ জমার জন্য একটি হিসাব খুলতে বলে। 'কনকা লি.' চেকের মাধ্যমে 'শাপলা ব্যাংক লি.' থেকে ঋণের অর্থ উত্তোলন করে। অন্যদিকে জনাব মহসিন 'বলাকা ব্যাংক লি'-এ ১০ লক্ষ টাকা জমা করেন। পরবর্তীতে 'বলাকা ব্যাংক লি'. জনাব মহসিন এর জমাকৃত টাকা থেকে ২০% জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা জনাব সেলিমকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে।*[য. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি? ১

খ. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'বলাকা ব্যাংক লি. কত টাকা ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শাপলা ব্যাংক লি.' এবং 'বলাকা ব্যাংক লি.' এর ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশলের মধ্যে তুলনামূলক বিশে-ষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস হলো আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ।

খ গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম হলো KYC (Know Your Customer) ফরম।

ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাই মূলত KYC (Know Your Customer) ফরম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে এতে স্বাক্ষর করেন। মূলত ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক এই ফরম সংরক্ষণ করে।

গ 'বলাকা ব্যাংক লি'. এর ঋণ আমানত সৃষ্টির পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{ঋণ আমানতের পরিমাণ} = \text{মূল আমানত} \times \frac{১}{\text{নগদ রিজার্ভের অনুপাত}}$$

এখানে, মূল আমানত = ১০ লক্ষ টাকা

নগদ রিজার্ভের অনুপাত = ২০% বা ০.২০

$$\therefore \quad \text{ঋণ আমানতের পরিমাণ} = \left(১০ \times \frac{১}{০.২০}\right) \text{লক্ষ টাকা}$$

$$= ৫০ \text{ লক্ষ টাকা}$$

অর্থাৎ, 'বলাকা ব্যাংক লি'. ১০ লক্ষ টাকা আমানত হতে মোট ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করছে এবং বলাকা ব্যাংক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দুইভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমত, গ্রাহকের জমাকৃত আমানত হতে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, মঞ্জুরকৃত ঋণ হতে ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ সরাসরি নগদে প্রদান না করে গ্রাহকের হিসাবে জমা করে। অর্থাৎ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকটি আমানত সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে বলাকা ব্যাংক তার গ্রাহক জনাব মহসিনের জমাকৃত অর্থ হতে ২০% জমা রেখে বাকি অর্থ জনাব সেলিমকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ বলাকা ব্যাংক আমানতের অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি করছে।

ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যাংক গ্রাহককে সরাসরি ঋণ দেয় না। এজন্যই শাপলা ব্যাংক কনকা লি. কে ঋণ দেয়ার পূর্বে তাদেরকে একটি হিসাব খুলতে বলে। এ প্রক্রিয়ায় মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ হতে নতুন করে আমানত সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ আমানত হতেই ব্যাংকটি কনকা লি. কে ঋণের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। অপরদিকে আমানতকৃত অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানতকারীর গচ্ছিত অর্থ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে

বাকি অর্থ ঋণ দেয়। এখানে বলাকা ব্যাংক জনাব মহসিন এর জমাকৃত আমানত হতে ২০% তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অর্থ জনাব সেলিমকে ঋণ প্রদান করেছে। সুতরাং, শাপলা ব্যাংক এবং বলাকা ব্যাংক দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ▶৮ লোটাশ ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। ব্যাংকের গ্রাহক আরিফ মাহমুদ শর্তপূরণ সাপেক্ষে ১০ বছরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্যাংকটি সাথে সাথে অস্বীকৃতি জানায়। এতে আরিফ মাহমুদ ঐ ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করে দিয়ে অন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার সিদ্ধান্ড় নেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. ঋণ কীভাবে আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লোটাশ ব্যাংকের ঋণ না দেয়ার সিদ্ধান্ড়টি বিশে-ষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ গ্রাহকদের প্রদত্ত ঋণ হতে ব্যাংক নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।

ব্যাংক গ্রাহকদের মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ সরাসরি নগদে প্রদান না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ ক্রেডিট করে, যা ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। আর এভাবেই প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

এ ব্যাংক মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে অধিক সুদে অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।

উদ্দীপকে লোটাশ ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। অর্থাৎ লোটাশ ব্যাংকটি স্বল্প সুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। মূলত স্থায়ী, চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমেই ব্যাংকটি এ আমানত সংগ্রহ করে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংকটি অধিক সুদে ঋণগ্রহীতাদেরকে আমানতকৃত অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ উভয় সুদের পার্থক্যই হলো লোটাশ ব্যাংকের আয়। আর এ আয় দিয়েই ব্যাংকটি তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, লোটাশ ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য

আমানত : ব্যাংকের গ্রাহক তার হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে তাকেই আমানত বলে।

ঘ লোটাশ ব্যাংকটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংকটির দীর্ঘমেয়াদে ঋণ না দেয়ার সিদ্ধান্ড়টি সঠিক ছিল।

স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কেই বোঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে এ অর্থ অন্যদের ঋণ দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে। তাই এ ব্যাংককে সবসময় পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। কারণ আমানতকারী চাহিবামাত্র উক্ত অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে আরিফ মাহমুদ লোটাশ ব্যাংকে ১০ বছরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন। লোটাশ ব্যাংক আরিফ মাহমুদকে এ ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

উদ্দীপকের লোটাশ ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত নিয়ে ব্যবসায় করছে। তাই ব্যাংকটিকে সবসময় পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। কেননা, গ্রাহক যেকোনো সময় তার অর্থ ফেরত চাইতে পারে। ব্যাংকটি এভাবে দীর্ঘমেয়াদি এত অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ দিলে তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে। এরূপ সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্যই ব্যাংকটি এ ঋণের প্রস্ড়াব প্রত্যাখ্যান করে, যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ড় ছিল।

প্রশ্ন ▶৯ মি. আকাশ খুলনায় বসবাস করেন। এখানেই 'X' ব্যাংকে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। হঠাৎ করে বাড়িতে তার সন্ড়ান অসুস্থ হয়ে পড়লে টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার হিসাবে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে তার উপস্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধে অপারগতা জানায়। এজন্য পরবর্তীতে তিনি আর্থিক সামর্থ্য ভালো এমন ব্যাংকে হিসাব খোলার সিদ্ধান্ড় নেন। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক কেন মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরবর্তীতে ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য মি. আকাশ ব্যাংকের কোন নীতিকে প্রাধান্য দিবেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ড় কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব খুলে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করে।

সাধারণত ব্যাংকের সব কার্যক্রম কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা অফিস থাকে। এসব শাখায় বিভিন্ন হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করে ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবেই ব্যাংক মূলধন গঠনে সহায়তা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংকের পর্যাপ্ত তারল্য না থাকায় ব্যাংক মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে।

উদ্দীপকে 'X' ব্যাংকে মি. আকাশের একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। হঠাৎ পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাযথভাবে চেক উপস্থাপনের পরও ব্যাংক টাকা পরিশোধে অপারগতা জানায়। যদিও তার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা ছিল। কেবল ব্যাংকের সচ্ছলতার অভাবে এমনটি ঘটেছে। কেননা, কোন ধরনের ত্রুটিবিহীন চেক প্রস্তুত, উপস্থাপন এবং হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্তেও ব্যাংক তার গ্রাহককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি। যেহেতু 'X' ব্যাংকে মি. আকাশ কর্তৃক চাহিবামাত্র অর্থ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা নেই সেহেতু এটি তারল্যের অভাবের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, পর্যাপ্ত তারল্য না থাকার কারণেই 'X' ব্যাংক মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

ঘ পরবর্তীতে হিসাব খোলার জন্য মি. আকাশ ব্যাংকের তারল্য নীতিকে প্রাধান্য দেবেন।

গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার সামর্থ্য ধরে রাখার কৌশলকে তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকে মি. আকাশের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জরুরি টাকার প্রয়োজন হলেও 'X' ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন নি। ব্যাংকের পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণ ছিল না বিধায় X ব্যাংক আকাশকে অর্থ পরিশোধে অপারগতা জানায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে যেকোনো ব্যাংকেরই অন্যতম নীতি হলো তারল্য নীতি। এখানে জনাব আকাশের ব্যাংকটি যদি তারল্যের নীতি অনুসরণ করতো তাহলে জনাব আকাশকে অর্থ উত্তোলনে ব্যর্থ হওয়ার

সম্ভাবনা ছিল না। টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি পারিবারিক বিপদ মোকাবিলা করতে হিমশিমে পড়েন। তাই পরবর্তীতে তিনি এমন ব্যাংকেই হিসাব খুলবেন যেখানে এ ধরনের পরিস্থিতি আবার সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ, যে ব্যাংক তারল্য নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সে ব্যাংকেই তিনি হিসাব খুলবেন।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব রাকিব সাহেব তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মি. আরিফের নিকট হতে ব্যাংকের একটি ঋণের দলিলের মাধ্যমে কিছু টাকা ধার করেন। এক্ষেত্রে জনাব রাকিবের পক্ষ থেকে ব্যাংক মি. আরিফকে তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা দেয় এবং পরবর্তীতে জনাব রাকিব হঠাৎ করে জাপান চলে যায় এবং দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে এ ব্যাপারে মি. আরিফ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. কখন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? ২
গ. কোন ঋণ দলিলের মাধ্যমে জনাব রাকিব অর্থ ধার করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. আরিফ তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কেন বিচলিত হন নি? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা সৃষ্টি হয় তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ দুটি ভিন্ন দেশের লেনদেন নিষ্পত্তির সময় বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণত এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে। এরূপ বৈদেশিক বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যই বিনিময় হার নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই সঠিক মান নির্ধারণের জন্য উভয় দেশের লেনদেন নিষ্পত্তিতে এ হার নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদের মাধ্যমে জনাব রাকিব অর্থ ধার করেছিলেন।

যে পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, গ্রাহক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে তাকে ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদ বলে।

উদ্দীপকে রাকিব সাহেব ব্যাংকের কাছে একটি দলিলের মাধ্যমে আরিফের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেন। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক রাকিবের পক্ষে আরিফকে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ ধরনের নিশ্চয়তা এ মর্মে করা হয় যে, রাকিব সাহেব অর্থ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তা আরিফকে পরিশোধ করবে। অর্থাৎ উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং রাকিব ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে ধার করেছিলেন।

ঘ ব্যাংকের নিশ্চয়তা থাকার কারণেই মি. আরিফ প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে বিচলিত হননি।

ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদের মাধ্যমে ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, উক্ত ব্যাংকের গ্রাহক কোনো কারণে ধারকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে।

উদ্দীপকে জনাব রাকিব ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে জনাব আরিফের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেন। জনাব রাকিব হঠাৎ জাপান চলে যান এবং দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরলেও মি. আরিফ বিচলিত হননি ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদের কারণে। ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রাকিবের পক্ষে মি. আরিফকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অর্থাৎ জনাব রাকিব কখনো দেশে না ফিরলেও মি. আরিফের ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতো না। কেননা, ব্যাংক মি. আরিফককে এ অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য। সুতরাং ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র থাকার কারণেই মি. আরিফ বিচলিত হননি।

প্রশ্ন ▶১১ মি. আতিক একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি তার এলাকার একটি ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনি ৫০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তার জন্য তার ব্যাংক- এ আবেদন করেন। ব্যাংকের SLR 20%। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সংকোচন নীতির আওতায় এক সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংক হার ও জমার হার বৃদ্ধি করায় আতিকের ব্যাংকটি ঋণ সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১
খ. শাখা ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কী পরিমাণ ঋণ-আমানত সৃষ্টি করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কেন ঋণ সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করল তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা মেনে নিয়ে এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ একটি প্রধান অফিসের নিয়ন্ত্রণে যখন কোনো ব্যাংক বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং কাজ সম্পাদন করে তাই হলো শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংকের প্রশাসন সাধারণত কেন্দ্রীভূত থাকে। এটি রাষ্ট্রীয়, সমবায় বা ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আইনের মাধ্যমে এ ব্যাংক গঠিত হয় বলে এ ব্যাংকের আইনগত সত্তা বিদ্যমান।

গ দেয়া আছে, বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (SLR) = ২০%

তাহলে,

$$\text{বহুগুণিত চাহিদা আমানত সৃষ্টি হবে} = \frac{১}{\text{বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি}}$$

$$= \frac{১}{২০\%} = \frac{১}{\frac{২০}{১০০}}$$

$$= ১ \times \frac{১০০}{২০} = ৫ \text{ গুণ}$$

∴ আতিকের জন্য বরাদ্দকৃত আমানত থেকে তার ব্যাংকটি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে = ৫০,০০০ × ৫ = ২,৫০,০০০ টাকা।

∴ উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি মোট ২,৫০,০০০ টাকা ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তর: ২,৫০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার নীতি ও জমার হার বৃদ্ধির প্রভাবের কারণে ঋণ সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। ব্যাংক হার নীতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার হার পরিবর্তন করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যা জমার হার পরিবর্তন নীতি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে মি. আতিক ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার জন্য একটি ব্যাংকে ঋণ সহায়তার আবেদন করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার ও জমার হার বৃদ্ধি করায় আতিকের ব্যাংকটি ঋণ সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করায় মি. আতিকের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অধিক সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবে। আবার জমার হার বৃদ্ধির কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আরও বেশি অর্থ জমা রাখতে হবে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আকিব আহনাফ একজন সুপারশপ ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন সময় পদ্মা ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। নতুন আরও কয়েকটি শাখা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি তার ব্যাংকের কাছে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ চান। কিন্তু ব্যাংকটি তাকে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। *[চ. বো. ১৬]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. 'অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পদ্মা ব্যাংকের ঋণদানের অস্বীকৃতি কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. আকিব আহনাফের কোন ধরনের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা উচিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমা রাখা অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য কোনো দলিল সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

বর্তমান জগতে সব ধরনের লেনদেন অর্থের মাধ্যমে করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম সৃষ্টি করে। এই সকল বিনিময়ের মাধ্যম অর্থের গতিশীলতাকে স্বাভাবিকভাবেই ত্বরান্বিত করে। তাই অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি অনুসরণে যথার্থই ছিল বলে আমি মনে করি।

গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকে আকিব আহনাফ একজন সুপারশপ ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক লেনদেন পদ্মা ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। তবে ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে তিনি পদ্মা ব্যাংকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করলে ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। মূলত পদ্মা ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় আমানতকারীদের অর্থ সংগ্রহ করে তা থেকে ঋণ দেয়। তাই গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের নীতি অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি অনুযায়ী পদ্মা ব্যাংক অধিক পরিমাণে ঋণ দিতে পারে না। আর আকিব আহনাফ যেহেতু ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে মূলধন সংগ্রহে ঋণ আবেদন করেছেন, সেহেতু তিনি মূলধনের যোগান দিতে চান যা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী। তাই তারল্য নীতি ও ঋণের মেয়াদ বিচারে পদ্মা ব্যাংকের আকিব আহনাফকে ঋণদানে অস্বীকৃতি প্রদান যথার্থ হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আকিব আহনাফের স্থায়ী বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে বিশেষায়িত ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা উচিত।

দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে আকিব আহনাফ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী। তাই ব্যবসায় সম্প্রসারণে তিনি পদ্মা ব্যাংকের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ চান। কিন্তু তারল্য নীতি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হওয়ায় পদ্মা ব্যাংক তাকে ঋণ মঞ্জুরে অপারগতা প্রকাশ করে।

উদ্দীকের আকিব আহনাফের স্থায়ী বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে অর্থাৎ ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক সহায়তা করে না। এক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বিনিয়োগ ব্যাংক এ খাতে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এ ধরনের ব্যাংক ঋণদান ছাড়াও নতুন কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অবলেখক ও দায়গ্রাহকের ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনে নিজেও শেয়ার ক্রয় করে থাকে। তাই উদ্দীপকে আকিব আহনাফের ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ব্যাংক অধিক সহযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৩ গুডউইল ব্যাংক লি. ব্যাংক আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করে বাকি টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করে। নির্বিচারে ঋণ প্রদান করায় বেশকিছু ঋণ খেলাপি হয়ে যায়। এতে ব্যাংকের তহবিল সংকট সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ঋণ মঞ্জুর করে। এতে গুডউইল ব্যাংকের তহবিল ও তারল্য উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে তারা ঋণ প্রদানে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করায় ঋণের গুণগতমান বাড়লেও তারল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র কী? ১

খ. বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন মূলনীতি লঙ্ঘনের ফলে গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে? ৩

ঘ. গুডউইল ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম কীভাবে ব্যাংকের তারল্য প্রবাহ ও ঋণ আমানত সৃষ্টিকে প্রভাবিত করছে? বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকে এক শাখা অন্য শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপককে প্রদানের জন্য যে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলে।

খ পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে মাধ্যম বা দলিল ব্যবহৃত হয় সেটাই বিনিময়ের মাধ্যম।

সাধারণত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নগদ অর্থ ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে নোট বা মুদ্রা ইস্যুকরণকে বোঝায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নোট ইস্যুর জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। তাছাড়া নগদ অর্থে লেনদেনও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই লেনদেনে ঝুঁকি হ্রাসে ও লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যু করে। এসব দলিল মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি লঙ্ঘনের কারণে গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

আমানতকারীদের অর্থ নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করাই নিরাপত্তার মূল কথা। সেটি লঙ্ঘন করলে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ এবং ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে গুডউইল ব্যাংকটি আমানতের নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করে বাকি টাকা যততত্র নিবির্চারে ঋণ প্রদান করে। ফলে তার ঋণখেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তহবিলের সংকট সৃষ্টি হয়। ব্যাংককে আমানতকারীর অর্থের যততত্র বিনিয়োগ করলে চলবে না। এমন খাতে ঋণদান বা বিনিয়োগ করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময় পর লাভসহ পুঁজি

ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এটাই নিরাপত্তা নীতির সারকথা। সুতরাং নিরাপত্তা নীতি লঙ্ঘন করায় গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে গুডউইল ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ব্যাংকের তারল্য প্রবাহের ওপর নেতিবাচক কিন্তু ঋণ আমানত সৃষ্টির ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্ড়ার করে।

গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে। অপরপক্ষে সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার হিসাবে স্থানান্ড়রের মাধ্যমে উক্ত আমানত হতে পুনরায় ঋণ সৃষ্টিকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

উদ্দীপকের গুডউইল ব্যাংক লি. বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করলেও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নীতি অনুসরণ না করায় খেলাপির সংখ্যা বেড়ে যায়। এতে ব্যাংকটির তহবিলে সংকট সৃষ্টি হয়। এ তহবিল সংকট মোকাবিলায় ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের ব্যাংকটি নির্বিচারে ঋণ প্রদান করায় খেলাপি ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঋণগ্রহীতারা ঋণের অর্থ যথাসময়ে ফেরত না দেয়ায় ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পড়ে তথা তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ ব্যাংকটি গ্রাহকদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাংকটির সুনামের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অপরদিকে অধিক পরিমাণে ব্যাংকটি ঋণ প্রদান করে, যা নগদে দেয়া হয়নি। বরং ঋণগুলো ঋণগ্রহীতার আমানতের হিসাবে স্থানান্ড়র করা হয়। এতে ব্যাংকটি ঐ আমানতগুলোকে আবারও ঋণ সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। ফলে প্রচুর পরিমাণে ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের গুডউইল ব্যাংকের নির্বিচারে ঋণ প্রদান কার্যক্রম ব্যাংকের তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও ঋণ আমানত সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶১৪ 'X' ব্যাংক লি. ও 'C' ব্যাংক ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'X' ব্যাংককে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'C' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখতে হয়। 'C' ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকে 'X' ব্যাংক লি.-কে তার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করতে হয়। 'C' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে 'X' ব্যাংক লি. কোনো কাজ করতে পারে না। *[য. বো. ১৬]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. 'X' ব্যাংক লি.-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ 'C' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দুটি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

খ দেশের সরকার বা কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো মাঝে মাঝে তারল্য সংকটে পড়ে। এ অবস্থায় সব উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। দেশের অর্থনীতির সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। দেশের সরকারও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের সহায়তা নেয়। এসব ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলে।

গ জমার হার নীতি অনুযায়ী X ব্যাংক লি.-এর আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ C ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হয়। একে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনেই বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। উদ্দীপকে X ব্যাংক-কে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ C ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। X ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও C ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাই ব্যাংক দু'টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির নিয়মানুযায়ী সব বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে তার আমানতের একটি অংশ তারল্য হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। একে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকা থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে বাদ দিয়ে দিতে পারে। তাই বলা যায়, বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবেই X ব্যাংক-কে C ব্যাংকে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত X ব্যাংক ও C ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও অর্থবাজার সংশি-ষ্ট গুর"ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে।

আর বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের আমানত সংগ্রহ এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে X ব্যাংক লি. ও C ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কের উলে-খ করা হয়েছে। ব্যাংক দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। X ব্যাংককে তার আমানতের একটি অংশ C ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। X ব্যাংক লি. C ব্যাংকের নিয়ম-নীতি মেনে চলে। C ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে X ব্যাংক লি. কোনো কাজ করতে পারে না। এখানে X ব্যাংক লি. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং C ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বৈশিষ্ট্যগতভাবেই C ব্যাংক ও X ব্যাংকের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বা বিশেষ আইনবলে গঠিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনই X ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু জনকল্যাণে উদ্দেশ্যে C ব্যাংক পরিচালিত হয়। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে C ব্যাংকের শাখা থাকলেও সারাদেশে X ব্যাংকের শাখা রয়েছে। C ব্যাংক সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু X ব্যাংক-কে C ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। C ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক আর X ব্যাংক এ বাজারের সদস্য। X ব্যাংকের নোট ইস্যু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু C ব্যাংক একচ্ছত্রভাবে নোট ইস্যু করে থাকে। তাই কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে C ব্যাংক ও X ব্যাংক লি.-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶১৫ মি. স্বপন তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে চান। তিনি যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেই ব্যাংকের ম্যানেজারকে এ কথা জানানো হলো। ম্যানেজার সাহেব বললেন যে, তারা দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেন তবে তা খুবই সীমিত। কারণ তাদের তহবিলের মুখ্য অংশ হলো চাহিদা আমানত। আমানতকারীদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনো ফেরত না যায় এ বিষয়ে ব্যাংক খুবই সতর্ক থাকে। ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে প্রথমত কিছুটা আহত হলেও মি. স্বপন মনে করছেন এ কথাগুলোর পিছনে তারও স্বার্থ রয়েছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ই-ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ব্যাংকটি যে নীতির ওপর চলছে তা মি. স্বপনের স্বার্থ রয়েছে'- এ উক্তিটির যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণদান ও বিভিন্ন আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত নির্ভুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নামই হলো ই-ব্যাংকিং।
ই-ব্যাংকিং একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের ভূমিকা গৌণ, যন্ত্রের ভূমিকাই মুখ্য। যন্ত্রের সাহায্যেই যাবতীয় ব্যাংকিং কার্য সম্পন্ন করা হয়। এটি ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতির অন্যতম সংস্করণ।

গ উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।
সাধারণভাবে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অধিক সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয় বা বিনিয়োগ করে।
উদ্দীপকে মি. স্বপন তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য একটি ব্যাংকে যান। ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ক্ষমতা খুবই সীমিত বলে ব্যাংক ম্যানেজার জানায়। এ ব্যাংক মূলত জনগণের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে এবং জনগণ চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। মি. স্বপন যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেটি জনগণের অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং লাভজনক খাতে ব্যাংকের মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। তাছাড়া এ ব্যাংকটি চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যমও সৃষ্টি করে। এ ধরনের ব্যাংক সাধারণত শাখা ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তার কাজ সম্পাদন করে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি তারল্য নীতির ওপর চলছে যাতে মি. স্বপনেরও স্বার্থ রয়েছে।
গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে। ব্যাংক ব্যবসায়ে তারল্য সংরক্ষণ করাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।
উদ্দীপকে মি. স্বপন একজন আমানতকারী। তিনি ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখেন। আমানতকারী হিসেবে মি. স্বপন যেকোনো সময় তার অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারেন বা ফেরত চাইতে পারেন। মি. স্বপনের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাই হলো ব্যাংকের তারল্য নীতি।
উদ্দীপকে ব্যাংক যদি চাহিবামাত্র মি. স্বপনের অর্থ ফেরত দিতে না পারে তবে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হবে এবং মি. স্বপনও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর এ কারণেই পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ব্যাংক-কে কিছু তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। তাই বলা যায়, ব্যাংকের তারল্য নীতির ওপর মি. স্বপনেরও স্বার্থ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৬ মি. রনি তার ব্যাংক হিসেবে ৫,০০,০০০ টাকা জমাদান করেন। তার ব্যাংক ঐ অর্থ থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি ১০% রেখে অবশিষ্ট অর্থ জনিকে ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। মি. জনির অর্থের ১০% জমা রেখে ব্যাংক অবশিষ্ট টাকা মি. রকিকে ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হল।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. ব্যাংকের তারল্যনীতি কাকে বলে? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ঘটনাটিতে কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রক্রিয়ার সৃষ্ট প্রক্রিয়াটি একটি উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাওয়ামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ ও তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনীতিতে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের যোগান দেয়ায় একে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।
বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালায়। আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থকে একত্রিত করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন গঠিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক উক্ত মূলধন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে প্রদান করায় তা অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের উলি-খিত ঘটনাটিতে ঋণ আমানত সৃষ্টির যে কৌশলগুলো দেখানো হয়েছে তা হলো– আমানত হতে ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি।
ব্যাংক গ্রাহকের সংগৃহীত আমানত থেকে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণগ্রহীতার হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে। একে ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি বলা হয়।
উদ্দীপকের ব্যাংকটি মি. রনির কাছ থেকে সংগৃহীত ৫ লাখ টাকা আমানতের ১০% তারল্য হিসেবে রেখে বাকি অর্থ মি. জনিকে ঋণ দান করে। ঋণ নগদে না দিয়ে তা মি. জনির ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছে। আবার মি. জনিকে প্রদত্ত ঋণের ১০% ব্যাংক তারল্য হিসেবে রেখে অবশিষ্ট টাকা মি. রকিকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। উলি-খিত ব্যাংকটি কেবল মি. রনির ৫ লাখ টাকার একটি আমানত থেকে বার বার ঋণ দিয়ে অনেকগুলো ঋণ ও আমানতের সৃষ্টি করেছে। আর এভাবেই ব্যাংকটি আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় কখনই ঋণ মঞ্জুরকৃত সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলন করেনি।

ঘ উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য থেকে উলি-খিত ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

..... ব্যাংক লিমিটেড
উদ্বৃত্তপত্র (আংশিক)

`vqmgfn	UvKv	mÁ·wîmgfn	UvKv
AvgvbZmgfn: iwb 5,00,000		mÁ·wîmgfn: bM` mwçwZ 10%	
Rwb 4,50,000	9,50,000	(50,000 + 45,000)	95,000
		FY: iwb 4,50,000	
		Rwb 4,05,000	8,55,000
	9,50,000		9,50,000

প্রশ্ন ▶১৭ ফাতেমা বেগম একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। প্রতিনিয়ত তাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর করতে হয়। অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা থাকায় ফাতেমা 'সুরমা ব্যাংক'-এ হিসাব খুলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্কীম সুবিধা ও অর্থ লেনদেনে কার্ড ব্যবহার করতে পারায় ফাতেমা বেগম খুব সন্তুষ্ট। অন্যদিকে প্রতিযোগী ব্যবসায়ী দিপা খন্দকার 'শাপলা ব্যাংক'-এ হিসাব পরিচালনা করছেন।

তার লেনদেনে অত্যন্ড় ধীর গতি সম্পন্ন। কিন্তু পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা থাকায় ও আর্থিক সংকট না থাকায় দিপা খন্দকার ব্যাংকটির পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন না। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক নোট কী? ১

খ. ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ২

গ. ফাতেমার ব্যাংক কোন নীতির জন্য গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দিপা খন্দকারের ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ড় কতটা যৌক্তিক তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটকে ব্যাংক নোট বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক নোট হিসেবে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১,০০০ টাকা নোট প্রচলিত রয়েছে।

খ পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে মাধ্যম বা দলিল ব্যবহৃত হয় সেটাই বিনিময়ের মাধ্যম।

সাধারণত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নগদ অর্থ ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে নোট বা মুদ্রা ইস্যুকরণকে বোঝায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নোট ইস্যুর জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। তাছাড়া নগদ অর্থে লেনদেনও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই লেনদেনে ঝুঁকি হ্রাসে ও লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যু করে। এসব দলিল মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের ফাতেমার ব্যাংক আধুনিকায়নের নীতির জন্য গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে।

গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহক সেবা দেয়ার নীতিকে ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতি বলে। এক্ষেত্রে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান উলে-খযোগ্য।

উদ্দীপকের ফাতেমা বেগম একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। প্রতিনিয়ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ স্থানান্ড়র করতে হয়। এক্ষেত্রে 'সুরমা ব্যাংক' অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করায় ফাতেমা বেগম উক্ত ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্কীম সুবিধা ও অর্থ লেনদেনে কার্ড ব্যবহার করতে পারায় ফাতেমা বেগম খুব সন্তুষ্ট। অর্থাৎ সুরমা ব্যাংক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে আধুনিকায়নের নীতি অনুসরণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে ফাতেমা বেগম ব্যবসায়িক লেনদেনে অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধাসহ কার্ড ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।

ঘ উদ্দীপকের দিপা খন্দকারের ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ করে না বিধায় তার ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক নয়।

সততার সাথে সর্বোত্তম সেবা দানের মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতে ইতিবাচক অবস্থান সৃষ্টির নীতিকে সুনামের নীতি বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দক্ষ গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুনাম অর্জনের চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকের দিপা খন্দকার শাপলা ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করছেন। তবে ব্যাংকটি লেনদেন পরিচালনায় অত্যন্ড় ধীরগতি সম্পন্ন। অর্থাৎ শাপলা ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা থাকায় ও আর্থিক সংকট না থাকায় দিপা খন্দকার ব্যাংকটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন না।

শাপলা ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ব্যবসায় পরিচালনায় পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। একই সাথে তহবিল সংরক্ষণের জন্য তারল্য নীতি অনুসরণ করছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংকটির জন্য সুনামের নীতি অনুসরণ করাও উচিত ছিল। এর ফলে ব্যাংকটি অধিক সংখ্যক গ্রাহক অর্জনে সক্ষম হতো। তবে এ পর্যায়ে শাপলা ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ না করায় অদূর ভবিষ্যতে ব্যাংকিং প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কেবল ঋণ সুবিধা ও পর্যাপ্ত তারল্য বিবেচনায় করে ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ড়টি দিপা খন্দকারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ চট্টগ্রামের পাইকারি ব্যবসায়ী মি. রিজুর তিস্ড়া ব্যাংক লি.-এর আগ্রাবাদ শাখায় একটি হিসাব আছে। তিনি একটি পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে তিস্ড়া ব্যাংক লি.-এর কাছে দশ বছরের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করলে তা প্রদানে ব্যাংক তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানায়। এতে তিনি ব্যাংকটির ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং অন্য একটি ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করেন।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি কী? ১

খ. 'মুনাফা' অর্জন করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন নীতি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কায় তিস্ড়া ব্যাংক লি. মি. রিজুকে ঋণ প্রদানে অসম্মতি জানায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তিস্ড়া ব্যাংক লি. কর্তৃক মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা কতটুকু বাস্ড়বসম্মত বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ব্যবসায় পরিচালনা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। উচ্চ সুদের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে।

গ উদ্দীপকের তিস্ড়া ব্যাংক লি. মি. রিজুকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কায় এতে অসম্মতি জানায়।

এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকের মি. রিজু চট্টগ্রামের একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি একটি পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে তিস্ড়া ব্যাংক লি.-এর কাছে ষাট লক্ষ টাকার ঋণ আবেদন করেন। তবে তিস্ড়া ব্যাংক তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে আবেদনটি বাতিল করে। এক্ষেত্রে তিস্ড়া ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতিকে অনুসরণ করেছে। ঋণের অর্থ ভবিষ্যতে ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা বিশে-ষণ করে ব্যাংকটি এ সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। এখানে ঋণের অর্থের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তা ফেরত পাওয়ায় ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি তিস্ড়া ব্যাংকের ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতিকে লঙ্ঘন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের তিস্ড়া ব্যাংক কর্তৃক মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা বাস্ড়বসম্মত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের আমানতকৃত অর্থ দ্বারা ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করে। এর ফলে গ্রাহক চাওয়া মাত্র ব্যাংক উক্ত অর্থ

ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

উদ্দীপকের মি. রিজু পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে তিনি তিস্ড়া ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি ঋণের আবেদন করেন। তবে ঋণের মেয়াদ ও পরিমাণ বিবেচনা করে ব্যাংকটি উক্ত আবেদন বাতিল করে।

তিস্ড়া ব্যাংক লি. মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা জানায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায় করে থাকে। অর্থাৎ তিস্ড়া ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় এটি গ্রাহককে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। কেননা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য এ ব্যাংক তার তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। তাই মি. রিজুর দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আবেদন বাতিল করা উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাস্ড়বসম্মত।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আকাশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত একটি ব্যাংক। ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমানতের ১৯% তারল্য জমা রেখেছে। ব্যাংকিং কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি ব্যাংকটি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সদা তৎপর থাকে। ফলে ব্যবসায়িক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যাংকটি দ্র্তই অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. তারল্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আকাশ ব্যাংক তারল্য জমা রাখার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসায়ের কোন নীতি অনুসরণ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি ব্যাংকিং নীতিমালার আওতাভুক্ত কী? যুক্তি সহকারে মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্ড়র করে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে না। ঋণগ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে। উক্ত হিসাবে ব্যাংক ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে উক্ত হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংকটি ১৯% তারল্য জমা রাখার মাধ্যমে তারল্য নীতি মেনে চলছে।

ব্যাংক সর্বদাই আমানতকারীদের অর্থের কিছু অংশ তরল সম্পদ হিসেবে রেখে দেয়, যাতে আমানতকারীর চাহিদা সময়মতো পূরণ করতে পারে। এ নীতিকেই তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকের আকাশ ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তারল্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ১৯% তারল্য জমা রেখেছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ১৯% তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। তবে এটি আকাশ ব্যাংকের জন্য তারল্য সংরক্ষণ ব্যয় বাড়িয়ে দেয় ও সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন হতে ব্যাংকটিকে বঞ্চিত করে। অন্যদিকে তারল্য সংকট ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করে। তাই বলা যায়, সঠিক পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আকাশ ব্যাংকটির তারল্য নীতি মেনে চলছে।

ঘ উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি সঞ্চয় সংগ্রহ নীতির আওতাভুক্ত।

আমানতকারীদের অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সঞ্চয় আমানত সৃষ্টি করে। পাশাপাশি ব্যাংক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিলও সংগ্রহ করে থাকে।

উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি তার অন্যান্য ব্যাংকিং কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সবসময় তৎপর থাকে। ব্যাংকটি আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংক বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এতে জনগণ তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অলস অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয় করে। এভাবে জনগণের অর্থের নিরাপত্তা ও সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যাংক তার মূলধনও গঠন করতে পারছে। তাই আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি ব্যাংকিং নীতিমালার আওতাভুক্ত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব খান 'কনিকা লি.'-এর ব্যবস্থাপক। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য 'পদ্মা ব্যাংক লি.-এর কাছে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে। তবে 'কনিকা লি.' কে ঋণের অর্থ জমার জন্য একটি হিসাব খুলতে বলে। অন্যদিকে, শীতলক্ষ্যা ব্যাংক দেশের গার্মেন্টস খাতে অধিক ঋণ দেয়। কিন্তু খাতটি নানা কারণে খারাপ করায় অনেক ঋণ খেলাপী তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুনাফা থেকে প্রভিশন রাখতে যেয়ে ব্যাংকটির প্রকৃত দায় সম্পদ অপেক্ষা বেশি হয়ে যায়। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকটির পরিচালকদের আমানত খাতে সংগৃহীত অর্থ নয় বরং নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির জন্য চাপ দিচ্ছে।

[ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি? ১

খ. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'পদ্মা ব্যাংক লি.' কর্তৃক ঋণের টাকা নগদে না প্রদান করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংকটির যে নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে তা ফলাফল বিশে-ষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস হলো আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ।

খ গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম হলো KYC (Know Your Customer) ফরম।

ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করতে হয় তাই মূলত KYC ফরম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত ফরমের সত্যতা যাচাই করে এতে স্বাক্ষর করে। মূলত ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক এ ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকের পদ্মা ব্যাংক লি. ঋণ আমানত সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করেনি।

ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে, তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে না। ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এটি ব্যাংকের জন্য ঋণ আমানতের সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকের জনাব খান কনিকা লি.-এর ব্যবস্থাপক। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি পদ্মা ব্যাংকে চলি-শ লাখ টাকার ঋণ আবেদন করেন। ব্যাংক আবেদন মঞ্জুর করে কনিকা লি. কে একটি ঋণ আমানতি হিসাব খুলতে বলেন। অর্থাৎ পদ্মা ব্যাংক এ পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের অর্থ নগদে প্রদান করবে না। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করবে। এটি ব্যাংকের জন্য নতুন আমানত সৃষ্টি করবে।

ঘ উদ্দীপকের শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটির ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে এক ধরনের খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ না দিয়ে তা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে।

উদ্দীপকের শীতলক্ষ্যা ব্যাংক দেশের গার্মেন্টস খাতে অধিক ঋণ দেয়। তবে খাতটি নানা কারণে ভালো করতে পারে না। এর ফলে ব্যাংকটির ঋণ খেলাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটি ঋণদানের ক্ষেত্রে কেবল একটি খাতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

শীতলক্ষ্যা ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে ব্যাংকটির খেলাপী ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। উক্ত পরিস্থিতিতে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ায় আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এতে শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটির অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ যমুনা ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিতে গিয়ে বন্যা জানতে পারল এ অর্থ থেকেই ব্যাংকটি অন্যদের ঋণদান করে। বন্যার জমাকৃত অর্থ থেকে যদি পরবর্তীতে আরও দুই জনকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের SLR ২০%। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কীভাবে তারল্য বজায় রাখে? ২

গ. বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারে যমুনা ব্যাংক কোন কৌশল অবলম্বন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বন্যার অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণগ্রহীতাদের প্রদত্ত ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ।

খ আমানতকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ হিসেবে তহবিল জমা রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক তারল্য বজায় রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো গ্রাহকদের আমানত। এ আমানত চাহিবামাত্র গ্রাহককে ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। আমানতের নির্দিষ্ট একটি অংশ নগদ হিসেবে জমা রেখে বাকিটুকু ব্যাংক ঋণ দেয়। নির্দিষ্ট নগদ দ্বারা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধে ব্যাংক সমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারে যমুনা ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের কিছু অংশ গ্রাহকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য নগদে সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ ঋণ দেয়, যা পুনরায় আমানতের সৃষ্টি করে। আর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টির এ কৌশল ঋণ আমানত নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের বন্যা যমুনা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে গিয়ে জানতে পারল ব্যাংকটি সংগৃহীত আমানত থেকেই অন্যদের ঋণদান করে। তবে ব্যাংকটি এ আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে রেখে বাকিটুকু ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে, যমুনা ব্যাংক ঋণের অর্থ নগদে প্রদান করে না। আমানত হিসাবের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে। যার ফলে প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পুনরায় আমানত হিসেবে জমা হয়, যা যমুনা ব্যাংকের জন্য প্রদত্ত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে। আর এভাবেই বারবার ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে যমুনা ব্যাংক বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

ঘ উদ্দীপকের বন্যার জমাকৃত অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টির কৌশলকে ঋণ আমানত বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ আমানত তৈরি করে।

উদ্দীপকের বন্যা যমুনা ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখে। ব্যাংকটি উক্ত আমানতের ২০% তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করে। বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ যমুনা ব্যাংক বন্যার আমানত থেকে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

বন্যার অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তা আমরা গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে নির্ণয় করতে পারি।

আমরা জানি,

$$DD_m = \frac{১}{জ_{ং}}$$

$$= \frac{৫০,০০০}{০.২০}$$

$$= ২,৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

এখানে,

DD_m (Demand Deposit multiplier) = গুণিত আমানত

Rr (Required Liquidity reserve ratio) = প্রয়োজনীয় তারল্য জমার অনুপাত = ২০%

১ (Amount of Taka) = টাকার পরিমাণ = ৫০,০০০ টাকা

সুতরাং, যমুনা ব্যাংক বন্যার ৫০,০০০ টাকা থেকে ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ Care Bank সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তাদের মূল শে-াগান হলো 'সেবাই প্রথম'। বর্তমানে ব্যাংকটি গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ দিয়ে, অধিক শাখা স্থাপন করে, আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য করে সেবা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা যেমন : অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি প্রদানের পরিকল্পনা করছে। যদিও উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান ব্যয়সাপেক্ষ, তবু তারা মনে করছে তাদের এই পরিকল্পনা ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ঋণ আমানত সৃষ্টি কাকে বলে? ১

খ. মুনাফা অর্জন করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কেন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. Care Bank তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম কোন নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে যে সমস্ড় পরিকল্পনা করছে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ্ধতিতে সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসেবে স্থানান্ড়রপূর্বক আবার নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হলো ন্যূনতম ঝুঁকিতে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

স্বল্পহারে স্থায়ী, সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ সংগৃহীত অর্থ উচ্চহারে ঋণ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে, যা এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত Care Bank তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম আধুনিকায়ন নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করছে।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন গ্রাহক সেবা সৃষ্টির কাজে জড়িত ব্যাংকের নীতি হলো আধুনিকায়নের নীতি। অনালাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং, Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম সেবা চালু এ নীতির সমর্থন করে।

উদ্দীপকের Care Bank একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। সর্বোত্তম সেবা দেয়ার জন্য Care Bank গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ দিচ্ছে। ব্যাংকটি গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা চালু করার জন্য পরিকল্পনা করছে। যেমন: অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং, Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি। এসব আধুনিক ব্যাংকিং সেবা আধুনিকায়নের নীতিকে সমর্থন করে। গ্রাহক সর্বোত্তম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে সময় ও শ্রম সাশ্রয় করতে পারছে। নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে সুবিধাজনক স্থান হতে সুবিধাজনক সময়ে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারছে। এভাবে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাংক আধুনিকায়নের নীতি ব্যবহার করে। এ থেকে বলা যায়, Care Bank সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করার জন্য সেবার নীতি অনুসরণ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত Care Bank তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং পরিকল্পনা করছে, যা অত্যন্ড় যুক্তিসঙ্গত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা ধরনের আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করছে।

উদ্দীপকের Care ব্যাংকটি তার গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী হিসাবের ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া অধিক শাখা স্থাপন করে আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য করে সেবা প্রদান করছে। এভাবে দোরগোড়ায় আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে আধুনিকায়ন নীতির কার্যকর বাস্ড় বায়নের ওপর এ ব্যাংকের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই উন্নত ব্যাংকিং সেবা ব্যয়সাপেক্ষ জেনেও এ পরিকল্পনা Care ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত Care ব্যাংকটি তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে যেসব পরিকল্পনা করছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী বেকায়দায় পড়ে তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে দিয়েছে। ফলে ব্যাংকের ঋণের টাকা ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন দিচ্ছে। *[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংক হার নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. সুখী ব্যাংক লি. বর্তমানে কি সমস্যায় পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংকটির কী একক ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে জড়িত থাকে তাকে ব্যাংক বলে।

খ যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র প্রভৃতি বাট্টা করে তাকে ব্যাংক হার বলে।

এ হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো ব্যাংক হার নীতি। ব্যাংক হার বাড়ালে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে। অনুরূপভাবে ব্যাংক হার কমালে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

গ উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. বর্তমানে তারল্য ঘাটতিতে পড়েছে।

চাওয়া মাত্র নগদে গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতাই হলো তারল্য। তারল্য নীতি অনুযায়ী আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। কেননা গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করতে যেয়ে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের প্রতি তার আস্থা নষ্ট হয়। এতে ব্যাংক তার সুনাম হারাতে পারে।

উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত থাকায় শীত পোষাকের চাহিদাও কম ছিল। এর ফলে ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এতে সুখী ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের টাকা ঠিক মতো আদায় করতে পারছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য আবেদন করছে। অর্থাৎ সুখী ব্যাংক সংঘটিত পরিস্থিতিতে তারল্য সংকটে পড়েছে। যার ফলে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটির ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী একক ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয় নি।

ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করে। এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক এক ধরনের খাতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে না।

উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী লোকসানের সম্মুখীন হয়। এর ফলে তারা ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এতে সুখী ব্যাংকের দেয়া ঋণের অর্থ আদায় হচ্ছে না। অর্থাৎ সুখী ব্যাংকটি একটি মাত্র খাতে সমস্ড় ঋণ দেয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি প্রয়োগ করলে সুখী ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত পেতে পারতো। অর্থাৎ একের অধিক খাতে বিনিয়োগ করলে একটি খাতের ক্ষতি অন্য সব খাতের মুনাফা দ্বারা সমন্বয় করতে পারতো। এতে সুখী ব্যাংকে তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হতো না। সুতরাং ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে একটি খাতে বিনিয়োগ করা সুখী ব্যাংকের জন্য যৌক্তিক হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন হিসাবে মানুষের গচ্ছিত টাকা নিয়মানুযায়ী সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু দেখা যায়, মঞ্জুরকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা গ্রাহক একবারেই ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি ও বেশি পরিমাণ ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলো একটি অভিনব প্রক্রিয়ায় ঋণের বিপরীতে আমানত এবং আমানতের বিপরীতে ঋণ তৈরি করছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসুবিধাও সৃষ্টি হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. শেয়ার অবলেখন কী? ১
খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়' —বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির উপায় আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এই ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমার কারণগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমিশনের বিনিময়ে শেয়ার বিক্রির যাবতীয় কার্য সম্পাদনকে শেয়ার অবলেখন বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী।
বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্প লাভে আমানত সংগ্রহ করে অধিক লাভে ঋণ দেয়। এ ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো আমানত। যার অধিকাংশই চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে এ অর্থ ঋণ দিতে পারে না। যে কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়।

গ উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকৃত অর্থ থেকে তারল্য হিসেবে কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে। বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। তবে প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান না করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। এটি ব্যাংকের জন্য ঋণ থেকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকে উলে-খ্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাবের আমানতকৃত অর্থ থেকে নিয়ম অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ জনগণকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে। তবে মঞ্জুরিকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা ঋণগ্রহীতা একবারে উত্তোলন করে না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে ব্যাংকগুলো একটি অভিনব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এটি ঋণ আমানত সৃষ্টি নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণের অর্থ প্রদান করায় তা পুনরায় ব্যাংকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর উক্ত আমানত থেকে ব্যাংকগুলো পুনরায় ঋণ প্রদান করে। বারবার এ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা কমার কারণ হিসেবে এ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করা যায়।
বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অধিক মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে বেশি পরিমাণ ঋণ প্রদান করে থাকে। যা ব্যাংকের অপর্যাপ্ত নগদ তহবিলের কারণ।
উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। তবে মঞ্জুরীকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা গ্রাহক একবারেই হিসাব থেকে উত্তোলন করে না। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংকগুলো ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যার ফলে ব্যাংকের জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণের বিপরীতে আমানত তৈরি করে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।
উলে-খ্য পরিস্থিতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ব্যাংকগুলোর জন্য বাধার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ আমানত থেকে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে অপর্যাপ্ত নগদ তহবিলের তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও ব্যাংকগুলোর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণযোগ্য আমানত থাকলেও উপযুক্ত জামানতের অভাবে এ ঋণ আমানত প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতি প্রয়োগ করলেও এ প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ড় হয়। সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণগুলোই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বাধাস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ পদ্মা ব্যাংকে ১,৫০,০০০ টাকা জমা দিতে গিয়ে সীমা জানতে পারল এ অর্থ থেকেই ব্যাংকটি অন্যদের ঋণদান করে। সীমার জমাকৃত অর্থ থেকে যদি পরবর্তীতে আরও দুইজনকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের SLR ২০%। *[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? ১
খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ২
গ. সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পদ্মা ব্যাংক কোন কৌশল অবলম্বন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সীমার অর্থ থেকে পদ্মা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণের সুদ।

খ ব্যাংক একজনের জমাকৃত অর্থ অন্যজনকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে একে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।
ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে। বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে ব্যবসায় পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকের সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পদ্মা ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করেছে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক একই অর্থ থেকে বারবার আমানত সৃষ্টি করে থাকে। যা ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একেই ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।
উদ্দীপকের সীমা পদ্মা ব্যাংকের টাকা জমা দিতে গিয়ে জানতে পারল ব্যাংকটি এ অর্থ থেকেই অন্যদের ঋণদান করে। এক্ষেত্রে পদ্মা ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে তখন তা নগদে প্রদান করে না। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। এতে ঋণ থেকে নতুন আমানতের সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটি উক্ত আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে জমা রাখে। বাকিটুকু ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ দেয়। আর এভাবেই বারবার ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে পদ্মা ব্যাংক সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ঘ সীমার অর্থ থেকে পদ্মা ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তা নিম্নে নির্ণয় করা হলো–

আমরা জানি, $DD_m = \frac{I}{R_r}$

এখানে,

DD_m = (Demand Deposit Multiplier) = গুণিত আমানত

R_r = (Required Liquidity reserve Ratio) = প্রয়োজনীয় তারল্য জমা অনুপাত = ২০% বা ০.২০

I = (Amount of initial Deposit) = ১,৫০,০০০ টাকা

$\therefore DD_m = \frac{১,৫০,০০০}{০.২০}$ = ৭,৫০,০০০ টাকা

সুতরাং পদ্মা ব্যাংক সীমার ১,৫০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭,৫০,০০০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সুমন একজন চা ব্যবসায়ী। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে ৩০০ প্যাকেট চা পাতা ক্রয় করেন। বৈদেশিক ব্যবসায়ের জন্য জনাব সুমন AB ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তার

প্রাপ্য অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. জনাব সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন– তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব অমলের অর্থ প্রাপ্তিতে AB ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে যে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন তা হলো প্রত্যয়পত্র।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকারকের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়। আমদানিকারক তার বাণিজ্যিক চুক্তির শর্তানুযায়ী নিজ দেশের ব্যাংকে রপ্তানিকারকের নামে প্রত্যয়পত্র খোলেন।

উদ্দীপকের জনাব সুমন একজন চা ব্যবসায়ী। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে ৩০০ প্যাকেট চা পাতা ক্রয় করেন। অর্থাৎ জনাব সুমন এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়েছেন। এজন্য জনাব সুমন AB ব্যাংকে একটি দলিল ইস্যু করেছেন। এর প্রেক্ষিতে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তার পাওনা অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ জনাব সুমনের পক্ষে AB ব্যাংক জনাব অমলকে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে, যা প্রত্যয়পত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, জনাব সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন তা প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকের জনাব অমলের অর্থ প্রাপ্তিতে AB ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে আমদানিকারক ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যাংক তা পরিশোধ করে।

উদ্দীপকের জনাব সুমন ভারতের চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করেন। উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতে জনাব সুমন AB ব্যাংকে একটি প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব সুমনের পক্ষে জনাব অমলকে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

AB ব্যাংকের মাধ্যমে জনাব সুমন বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারছে। অন্যদিকে জনাব অমল পণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাচ্ছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব সুমনের হয়ে জনাব অমলকে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এ পর্যায়ে জনাব সুমন মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তা পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, জনাব অমলের রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তিতে AB ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে নগদ অর্থ সংকট সৃষ্টি হয় এবং ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা দিতে ও সময়মতো আমানতকারীদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। এক সময় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সুনামও হারিয়ে ফেলে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকে ইতিহাস ব্যাংক কোন নীতি লঙ্ঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে এখন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ না করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করলে তা ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি করে।

এ প্রক্রিয়ায় ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে পুনরায় ঋণের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বাজারে ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। কেননা প্রতিটি ঋণই আমানতের সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক তারল্য নীতি লঙ্ঘন করেছে।

গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে ব্যাংকটিতে নগদ অর্থের সংকট সৃষ্টি হয়। ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা দিতেও সময়মতো আমানতকারীদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। যা মূলত ইতিহাস ব্যাংকটি যথার্থ তারল্য নীতি অনুসরণ না করায় তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি নগদ অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারেনি। ফলে ব্যাংকে নগদ অর্থের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। যা ব্যাংকটির জন্য তারল্য ঘাটতি। আর এ তারল্য ঘাটতির কারণেই ইতিহাস ব্যাংকটি আমানতকারীদের চাহিবামাত্র অর্থ পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য রাখা উচিত।

প্রতিষ্ঠান অধিক তারল্য সংরক্ষণ করলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মুনাফাও কমে যায়। আবার কম তারল্য সংরক্ষণ করলে প্রতিষ্ঠান দায় পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তাই মুনাফা ও তারল্য কাম্য স্তরে রাখার জন্য উভয় বিষয়ে ভারসাম্য রাখতে হয়।

উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে তারল্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা ও আমানতকারীদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এক সময় ব্যাংকটি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সুনাম হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ইতিহাস ব্যাংকটি তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিহাস ব্যাংকটি পুনরায় সুনাম অর্জনে তারল্য ও মুনাফার মধ্যে কাম্য ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে ব্যাংকে গ্রাহকদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সংরক্ষিত থাকবে। যা গ্রাহক সন্তুষ্টি বিধানে সহায়ক হবে। অন্যদিকে কাম্য মাত্রায় মুনাফা

অর্জনকে নিশ্চিত করতে আমানতের বাকি অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে। ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে যা যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮

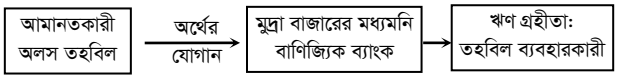

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎস কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাগে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ঋণ সম্প্রসারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার" বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো প্রদত্ত ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ।

খ সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ দিয়ে এবং উক্ত ঋণ থেকে নতুন করে আমানত সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক তার গ্রাহককে মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ নগদে দেয় না। একটি আমানত হিসাবের মাধ্যমে ঋণকৃত অর্থ দিয়ে থাকে। এটি ব্যাংকের জন্য পুনরায় নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে ঋণ সম্প্রসারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহক থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এ ব্যাংক সংগ্রহ করা আমানত থেকে ঘাটতি তহবিলের বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের উলে-খ চিত্রটির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকটি অলস তহবিলের মালিকদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এটি ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলধন। এই মূলধন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে তা বাণিজ্যিক 'ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে।

ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনীতিতে মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি হিসেবে কাজ করায় 'বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার' –বক্তব্যটি যথার্থ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে ঋণ দেয়। অর্থের উপযোগ বৃদ্ধিতে এ প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থের মধ্যস্থতা করছে। অর্থাৎ অর্থের উপযোগ সৃষ্টি করছে। তাই মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি হিসেবে ব্যাংকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে। তবে মুদ্রার যাবতীয় লেনদেন (সঞ্চয়, সংগ্রহ, মূলধন গঠন, ঋণদান, চেক ইস্যু ইত্যাদি) বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর স্বল্পমেয়াদি অর্থের চাহিদা পূরণে বাণিজ্যিক ব্যাংক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ A ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে B ব্যাংক আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে B ব্যাংক ব্যর্থ হচ্ছে। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের A ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. B ব্যাংকের সমস্যা সমাধানে তোমার পরামর্শ কী? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদি বাট্টা করে তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের অর্থ নগদে প্রদান না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে ঋণ থেকে আমানতের তৈরি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ দেয়। তবে তা একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পুনরায় জমা হয়, যা আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের A ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের' কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কার্যক্রমের নির্ধারিত শর্তাবলি মেনে চলে।

উদ্দীপকে A ব্যাংকের অধীনে B ব্যাংক তালিকাভুক্ত। B ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে A ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ তালিকাভুক্ত B ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। অন্যদিকে A ব্যাংকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় B ব্যাংকটি A ব্যাংকের শর্তাবলি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তাবলি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের সীমা বেঁধে দেয়, যা উদ্দীপকের A ব্যাংকটির কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের B ব্যাংক নগদ অর্থের সংকট সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করতে পারে।

তারল্য নীতি বলতে গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধে কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের নীতিকে বোঝায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায় পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের B ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে ব্যাংকটি ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি যথার্থ তারল্য নীতি অনুসরণ করছে না।

B ব্যাংকটি সংঘটিত সমস্যা সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারে, যা দ্বারা গ্রাহকদের উত্থাপিত

চেকের অর্থ ব্যাংকটি পরিশোধ করতে পারবে। অন্যদিকে সংগৃহীত আমানতের বাকি অংশ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ B ব্যাংকটির তারল্য ঘাটতির সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করাই উপযুক্ত হবে।

প্রশ্ন ▶৩০ বাণিজ্যিক ব্যাংক অভিনব পন্থায় সংগৃহীত আমানতের নির্দিষ্ট অংশ তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ করে। এ সংগৃহীত আমানতের বাকি অংশ ঋণ দেয়। কিন্তু এ ঋণের অর্থ সরাসরি প্রদানে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। এজন্য এ অর্থ সরাসরি না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানত হতে ঋণ এবং ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি হয়। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আমানত ঋণ ও আমানত সৃষ্টি বলতে কী বোঝ? ১

খ. ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল বর্ণনা করো। ২

গ. বহুগুণিত পদ্ধতিতে কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা বিরাজ করতে পারে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানত ঋণ ও আমানত সৃষ্টি উভয়ই ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে ঋণ হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ প্রদান করে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় আমানত থেকে ঋণ ও ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংক আমানতকৃত অর্থের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অংশ ঋণ দেয়। এ ঋণ নগদে না দিয়ে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। যা ব্যাংকের জন্য নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর এ আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য রেখে ব্যাংক পুনরায় ঋণ দেয়। যা আমানত থেকে ঋণের সৃষ্টি করে।

গ বহুগুণিত পদ্ধতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলতে সংগৃহীত আমানতকে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বহুগুণে পরিণত করাকে বোঝায়।

বহুগুণিত পদ্ধতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

ধরি, ব্যাংকের তহবিল থেকে 'ক' কে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা নগদে না দিয়ে আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত আমানত থেকে নগদ জমা সঞ্চিতি আবশ্যকতা (CRR) ও বিধিবদ্ধ তারল্য হার (SLR) হিসেবে মনে করি। মোট ২০% জমা রেখে বাকি ৮,০০০ টাকা আবার 'খ' কে এভাবে প্রতিবার (CRR ও SLR) জমা রেখে ঋণ দেয়া হয়েছে। ঋণ আমানত প্রক্রিয়ায় ১০,০০০ টাকা ঋণ থেকে নিম্ন পরিমাণ ঋণ আমানতের সৃষ্টি হবে–

$$\therefore \text{ বহুগুণিত চাহিদা আমানত সৃষ্টি হবে} = \frac{১}{\text{বিধিবদ্ধ তারল্য}}$$

$$= \frac{১}{২০\%} = \frac{১}{\frac{২০}{১০০}}$$

$$= \frac{১ \times ১০০}{২০} = ৫ \text{ গুণ}$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ ঋণ আমানত সৃষ্টি হবে = ১০,০০০ × ৫ = ৫০,০০০ টাকা।

সুতরাং, বহুগুণিত পদ্ধতিতে আমানতকে এ পর্যায়ে ৫ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

ঘ আমানত থেকে ঋণ এবং উক্ত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু আবশ্যক শর্ত রয়েছে। উক্ত শর্তাবলি পূরণ না হলে ঋণ আমানত প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের অসংখ্য শাখা থাকতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকিং সুবিধা জনগণের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হবে। বাজারে অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি হতে হবে কার্যকর ও প্রগতিশীল।

উপর্যুক্ত শর্তসমূহ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। তবে অর্থনীতিতে সবসময় এসব শর্ত একসাথে বিরাজ করে না, যা ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা।

প্রশ্ন ▶৩১ রূপসা ব্যাংক লি. দেশের শীর্ষ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ী রাজিব আহমেদের এই ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। সম্প্রতি সে ব্যবসায় সম্প্রারণের জন্য রূপসা ব্যাংক থেকে নিয়মানুযায়ী আর একটি নতুন হিসাব খোলে এবং ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত অর্থ বাবদ ব্যাংক রাজিবকে একটি চেক প্রদান করে। রাজিব সূত্রাপুরে একটি নতুন গুদাম ভাড়া নেয় এবং ভাড়া বাবদ উক্ত চেকটি গুদাম মালিক হাসানকে দেয়। হাসান সানশাইন ব্যাংকে চেকটি জমা দেয়। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. তারল্য নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মধ্যমণি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩

ঘ. ব্যাংক ব্যবস্থার উলি-খিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থবাজারে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কী? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সংরক্ষণে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তাকে তারল্য নীতি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

অর্থবাজারে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহণ, চেক, বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে যে কেউ স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এসব কাজ সম্পাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থবাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

গ উদ্দীপক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে চেক, বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের অর্থ আদান-প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব রাজিব আহমেদ রূপসা ব্যাংক লি.-এর একজন গ্রাহক। তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। রূপসা ব্যাংক লি.-এর প্রধান কাজ হলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান করে মুনাফা অর্জন করা। এছাড়া লেনদেনকে সহজ করার লক্ষ্যে রূপসা ব্যাংক লি. বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। এতে জনাব রাজিবের মতো ব্যবসায়ীরা সহজেই লেনদেন করতে পারেন, যা ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়ায় উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংক ব্যবস্থার উলি-খিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থবাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক অর্থনৈতিক লেনদেনে গতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেকসহ বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রাজিব রূপসা ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণে ঋণের প্রয়োজনে তিনি রূপসা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, যা ব্যাংক একটি নতুন হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। তবে ঋণের অর্থ ব্যাংক রাজিবকে চেকের মাধ্যমে প্রদান করে।

জনাব রাজিব গুদাম ভাড়া দেয়ার জন্য রূপসা ব্যাংকের চেকটি গুদাম মালিক হাসানকে দেন, যা অর্থনীতিতে একই মূলধন বারবার আবর্তনের মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। পরবর্তীতে গুদাম মালিক হাসান ঐ চেকটি সানশাইন ব্যাংকে জমা দেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক

ঋণ থেকে গুদাম ভাড়া এবং সর্বশেষে তা অন্য ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে এ ঋণ অর্থনীতির প্রতিটি পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। এভাবে অর্থের গতিশীলতা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি ও ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এ বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন অর্থবাজারের ইতিবাচক পরিবর্তনের নামান্তর।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মণিষা তিস্তা ব্যাংকে ২৪,০০০ টাকা আমানত হিসাবে জমা রাখল। এ ব্যাংকটি জনগণের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকটি ১২% নগদ জমার হার স্থির করে। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. ব্যাংক তারল্য কী? ১

খ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ব্যাংক? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকটি কত টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে নির্ণয় পূর্বক আমানত হতে ঋণের সৃষ্টি এবং ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি বিশে-ষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাদেরকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।

খ দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রক্রিয়া সৃষ্টি করাকে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক মূলত অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এসব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তিস্তা ব্যাংক কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে তা অধিক সুদে ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। আর এসব কাজের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উদ্দীপকের মণিষা তিস্তা ব্যাংকে ২৪,০০০ টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখলো। অর্থাৎ মণিষা তিস্তা ব্যাংকের একজন আমানতকারী। আমানতকৃত অর্থের বিপরীতে তিনি তিস্তা ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদ পাবেন। তবে ব্যাংকটি মণিষার অর্থকে বিনিয়োগ করে অধিক হারে মুনাফা করবে, যা মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, তিস্তা ব্যাংকটি তাদের কাজের ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ আমরা জানি,

$$\text{গুণিত আমানত, } DD_m = \frac{\text{টাকার পরিমাণ, ও}}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য জমা অনুপাত, জ}_r}$$

এখানে, $I =$ ২৪,০০০ টাকা; $R_r =$ ১২%

$$\therefore DD_m = \frac{২৪,০০০}{০.১২} = ২,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

তিস্তা ব্যাংক মণিষার জমাকৃত অর্থ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

তিস্তা ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটি প্রাথমিকভাবে মণিষার আমানতকে ব্যবহার করেছে। পরবর্তীতে এ আমানতের ১২% (২,৮৮০ টাকা) ব্যাংকটি বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে জমা রেখে বাকি (২১,১২০) টাকা ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবে। তবে ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ করবে না। চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করায় তা ঋণগ্রহীতা নগদায়ন করতে চেকটি তিস্তা ব্যাংকে জমা দিবে। যার ফলে ঋণের অর্থ পুনরায় ব্যাংকটিতে নতুন আমানতের সৃষ্টি করবে। বারবার এ প্রক্রিয়া চালিয়ে তিস্তা ব্যাংকটি আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সঞ্চয় ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণদানসহ বিভিন্ন বিনিময়মূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। বিদেশ ফেরত জনাব শাকিল মুন্সিগঞ্জ শাখায় একটি হিসাব খুলে প্রচুর অর্থ জমা রাখেন, যা ব্যাংকের মাধ্যমে তার এক বন্ধু জেনে যান এবং তার নিকট টাকা ধার চান। এতে জনাব শাকিল ব্যাংকটির ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং তার হিসাবের সব টাকা উত্তোলন করে নেন। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. চেইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি জনাব শাকিলের জমাকৃত অর্থের তথ্য প্রকাশ করে কোন নীতিটি ভঙ্গ করেছে? এ অবস্থায় ব্যাংকটির করণীয় বিশে-ষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে কতগুলো ব্যাংক নিজেদের সত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করলে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।

খ ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে উক্ত অর্থ থেকে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে কিছু অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। তাই বলা হয় যে, ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে।

গ উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক লি. কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যমে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদি সৃষ্টি করে লেনদেনকে সহজ করে।

উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন বিনিময়মূলক কর্মকাণ্ডও সম্পাদন করে। উক্ত কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সঞ্চয় ব্যাংক লি. এর কার্যাবলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সঞ্চয় ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি জনাব শাকিলের জমাকৃত অর্থের তথ্য প্রকাশ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি ভঙ্গ করেছে।

ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি অনুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখে। অর্থ-সম্পদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অসমর্থ হলে ব্যাংক গ্রাহকের আস্থা হারায়।

উদ্দীপকের বিদেশফেরত জনাব শাকিল সঞ্চয় ব্যাংক লি.-এর মুন্সিগঞ্জ শাখায় একটি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে প্রচুর অর্থ জমা রাখেন। তবে ব্যাংকের মাধ্যমে তার এক বন্ধু এ তথ্য জানতে পারেন। পরবর্তীতে জনাব শাকিলের কাছে তার বন্ধু টাকা ধার চান। ফলে ব্যাংকের ওপর জনাব শাকিল ক্ষুব্ধ হন এবং হিসাবের সব টাকা তুলে নেন।

উলি-খিত পরিস্থিতিতে সঞ্চয় ব্যাংক জনাব শাকিলের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের আস্থা হারিয়েছে। ফলে সঞ্চয় ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। অর্থাৎ সঞ্চয় ব্যাংক গোপনীয়তার নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের আস্থা পুনরুদ্ধারে ব্যাংকটিকে গ্রাহকের হিসাবের তথ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কাউকে সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সঞ্চয় ব্যাংকটি গ্রাহকের আস্থা ফিরে পাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩৪ মিস্টার শফিউজ্জামান খান পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের এমডি। তিনি প্রধানত তার গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি শুধু ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মূলধন গঠন করেন না, বরং বিভিন্ন বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. তহবিল কি? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম কোন খাতের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন? আলোচনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক হলো ধার করা অর্থের ধারক, উক্তিটি মিস্টার শফিউজ্জামান খানের প্রতিষ্ঠান অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত বিভিন্ন উৎস (নিজস্ব তহবিল, ধার করা তহবিল) থেকে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণকে তহবিল বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংকের তহবিল বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের অর্থ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। সাধারণত জনগণের কাছে থাকা অলস অর্থ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তহবিল গঠন করে।

গ মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম আমানত সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করেন।

গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের জন্য আমানত। এই ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ধার করা তহবিল গঠন করে। অর্থ গ্রাহক চাওয়া মাত্র ফেরত দিতে হয়। আমানতের অর্থ ব্যাংকের জন্য এক ধরনের ধার করা তহবিল।

উদ্দীপকের আলোকে মিস্টার শফিউজ্জামান খান পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের এমডি। তিনি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করেন। উক্ত আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। তিনি এই অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। সুতরাং বলা যায়, মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম গ্রাহকের আমানতি অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মিস্টার শফিউজ্জামান খানের পূবালী ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক।

ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। এছাড়া ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল গঠন করে। মূলত ব্যাংক তহবিলের ওপরই ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে।

উদ্দীপকে মিস্টার শফিউজ্জামান খানের পূবালী ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য তিনি গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত নেন। তিনি এই অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি বাহ্যিক উৎস যেমন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রাবাজার থেকেও তহবিল সংগ্রহ করেন। ব্যাংকটি নিজস্ব তহবিল থেকেও মূলধন গঠন করে।

তাই বলা যায় যে, উপরিউক্ত ব্যাংকটি মূলধন গঠনে ধার করা অর্থ ও নিজস্ব তহবিলের ওপর নির্ভর করে। তবে ব্যাংকটি ধার করা অর্থের ওপর বেশি নির্ভরশীল। সুতরাং, যৌক্তিকভাবেই বলা যায় যে ব্যাংক হলো ধার করা অর্থের ধারক।

প্রশ্ন ▶৩৫ 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেক দিন যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এলাকার লোকজনের সুবিধার কথা চিন্তা করে 'চিত্রা ব্যাংক' মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে এখানে একটি ব্যাংক আছে। এ ব্যাংক অন্য কোনো স্থানে শাখা খুলতে পারে না। *[বান্দরবান সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া উচিত নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. কপোতাক্ষ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করায় তা দীর্ঘমেয়াদে বিতরণ করা উচিত নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত আমানত ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। এ ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো আমানত। যার অধিকাংশই চাহিবামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে এ অর্থ ঋণ দিতে পারে না। যে কারণে এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

গ উদ্দীপকের উলি-খিত চিত্রা ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংক বলতে এমন ব্যাংককে বোঝায় যা অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখে। এসব ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের চিত্রা ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেক দিন যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর কথা বিবেচনা করে চিত্রা ব্যাংক মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত শাখা ব্যাংকই একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। চিত্রা ব্যাংক একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে চিত্রা ব্যাংক হলো একটি শাখা ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের কপোতাক্ষ ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক। তাই একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ ব্যাংক নতুন শাখা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

একক ব্যাংক ব্যবস্থায় শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ব্যাংকটির কার্য পরিসর সীমিত হয়।

উদ্দীপকে কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের উলে-খ রয়েছে। তবে এ ব্যাংকটি একক ব্যাংক হওয়ায় অন্য কোথাও নতুন শাখা খুলতে পারে না।

উলে-খ্য কপোতাক্ষ ব্যাংকটি নতুন শাখা স্থাপনের অধিকার রাখে না। কারণ এ ব্যাংকটি একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেবল একটি অফিসের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সুতরাং, একক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে কপোতাক্ষ ব্যাংক এর নতুন শাখা স্থাপনে পরিলক্ষিত ব্যর্থতা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মুনস্টার ব্যাংক লি. ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দিয়ে সবার নজরে চলে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে এখন গ্রাহকদের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে ব্যাংকটিকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. ATM কী? ১

খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন নীতি ভঙ্গ করার কারণে মুনস্টার ব্যাংক গ্রাহকদের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মুনস্টার ব্যাংক লি. কে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হিসাব ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে ATM বলে।

খ ঋণগ্রহীতাকে দেয়া অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে। তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে না। ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ ব্যাংকের কাছে ঋণ আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়। চেকের মাধ্যমে এ হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে ব্যাংকগুলো আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

গ ব্যাংকের তারল্য নীতি ভঙ্গের কারণে উদ্দীপকের ব্যাংকটি গ্রাহকের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এ নীতি অনুযায়ী ব্যাংক সবসময়ই আমানতকারীদের আমানতকৃত অর্থের কিছু অংশ তরল সম্পদ হিসেবে রেখে দেয়। ফলে আমানতকারীরা চাহিবামাত্র ব্যাংক থেকে টাকা ওঠাতে পারে। আবার বেশি তারল্য সংরক্ষণে যেন ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে না যায়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখে।

উদ্দীপকের মুনস্টার ব্যাংক লি. ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দিয়ে সবার নজরে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়। ফলে ব্যাংকের তারল্য কমে যায়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের উত্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ব্যাংকটি তারল্য সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের তারল্য নীতি ভঙ্গ হয়েছে।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মুনস্টার ব্যাংকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে –আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম হলো অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করা। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আর্থিক সংকটে ঋণ দেয়।

উদ্দীপকের মুনস্টার ব্যাংক লি. গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দেয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়। ফলে ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পড়ে। বর্তমানে ব্যাংকটি গ্রাহকদের উত্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে।

মুনস্টার ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সাহায্য চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন অন্য উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংকটের সময়ে ঋণের শেষ আশ্রয় হিসেবে সহায়তা প্রদান করে। তাই মুনস্টার ব্যাংককে ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে।